بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুমআ

"মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী কেবল ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এটি একটি অতি মহিমান্বিত ঐশী নিদর্শন স্বরূপ যাকে মহা প্রতিপাম্বিত মহান খোদাতাআলা আমাদের নবী করীম রওফুররাহীম মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর সত্যতা ও মাহাত্ম্যকে প্রমাণ করতে প্রকাশ করেন।"

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন - ২০শে ফেব্রুয়ারীর দিনটি আহমদীয়া জামাতে মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য জানা যায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে তাঁর এক সন্তানের জন্মের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যিনি ধর্মের সেবক হবেন এবং অফুরন্ত গুণাবলীর ধারক হবেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন যে,- এটি কেবল ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এটি একটি অতি মহিমান্বিত ঐশী নিদর্শন স্বরূপ যাকে মহা প্রতিপাম্বিত মহান খোদাতাআলা আমাদের নবী করীম মমতাশীল মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর সত্যতা ও মাহাত্ম্যকে প্রমাণ করতে প্রকাশ করেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টান্ত এক মৃতকে জীবিত করার চাইতে বহুল পর্যায়ে উন্নত, সম্পূর্ণ, কল্যাণমন্ডিত ও উত্তম, কারণ মৃতকে জীবিত করার বাস্তবতা এটিই যে, খোদাতাআলার সম্মুখে দোয়া করে এক আত্মাকে পুনরুদ্ধার করা হয় কিন্তু এস্থানে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায় এবং আশীর্বাদে হযরত খাতামুল নবীয়ীন (সাঃ) এর কল্যাণের সহিত এই অধমের দোয়াকে কবুল করে এরূপ কল্যাণমন্ডিত আত্মাকে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন যার পার্থিব ও অন্তর্নিহিত কল্যাণ সমগ্র ধরাপৃষ্ঠে প্রসাররাভ করবে তাই যদিও এই নিদর্শন বাহ্যত মৃতকে জীবিত করার সমতুল্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু বিবেচনা করে দেখলে অনুভূত হবে যে এই নিদর্শন মৃতকে জীবিত করার চেয়ে বহুগুণে উন্নত।

আপনজনেরা ও সমাজের আলেম শ্রেণীরা দেখল যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এই যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা চরম উৎকর্ষের সহিত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন যেভাবে কালের প্রবাহে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী ছিলেন এটি জামাতের জ্ঞানী গুণী এবং জামাতের সদস্যরা তো বিশ্বাস রাখতেন কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী স্বয়ং কখনও এই কথার প্রকাশও ঘোষণা করেননি, যে ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার সম্পর্কে, এমনকি এভাবে তাঁর খেলাফতের প্রায় ত্রিশ বছর পার হয়ে যায়। শেষে ১৯৪৪এ তিনি এ কথার ঘোষণা দেন যে আমিই মুসলেহ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত পুত্র।

হুযূর (আইঃ) বলেন যে,- আজ আমি হযরত মুসলেহ মাওউদ সম্পর্কিত দুটি খুতবা হতে তাঁরই ভাষাতে সাধারণভাবে কিছু বক্তব্য রাখবো। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ২৮শে জানুয়ারী ১৯৪৪ এর নিজ খুতবাতে বলেন যে- আজ আমি এমন একটি বিষয়ে বলতে চাই যার বর্ণনা করা আমার স্বভাবগত দিক হতে রুচিসম্মত নয় কিন্তু যেহেতু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ও ঐশী বিধান এ কথাটির বর্ণনার সহিত সম্পর্কযুক্ত তাই আমার স্বভাবজ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তা বর্ণনা করতে আমি বিরত হতে পারি না। এরপর তিনি তাঁর একটি দীর্ঘ স্বপ্নের উল্লেখ করেন এবং তার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে,- সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ছিল, খোদাতাআলা তা আমারই সত্তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন যে,- মানুষ বলে এবং বারংবার বলে যে, আপনার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কি অভিমত, কিন্তু আমার এই অবস্থা ছিল যে আমি কখনও গম্ভীরভাবে মনোযোগ সহকারে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে পাঠ করার চেষ্টা করিনি এই চেতনায় যে আমার অন্তরাত্মা আমাকে কোথাও প্রতারণা না করে বসে এবং আমি আমার সম্পর্কে এমন কোন চিন্তা না করে বসি যা ঘটনার ও সত্যের পরিপন্থী।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে,- তাই দেখো! যে প্রকৃত বা সত্য হয়ে থাকে সে তো এতটা সাবধানতা অবলম্বন করে এবং অন্যান্যরা যারা বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কোনরূপ নিদর্শন ছাড়াই দাবী করে বসে এদেরকে উন্মাদ বা পাগল ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। যাইহোক, এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁর নিজের লজ্জা ও সংকোচশীলতার এক স্থানে তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল একবার আমাকে এক পত্র দেন আর বলেন যে, এই পত্রটি যা কিনা তোমার জন্মবিষয়ে আছে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাকে লেখেন একে 'তসহিজুল আজহান' এ ছাপিয়ে দাও। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- আমি হযরত খলীফা আওয়ালের শ্রদ্ধাবশত: তা ছাপিয়ে দিলাম কিন্তু সে সময়ও সেটিকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করি নি। লোকেরা সেই সময়ও বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য করতে থাকে পত্রটি ছাপানোর কারণে কিন্তু আমি নিরব থাকি। আমি এটিই বলতে থাকি যে, এটি আবশ্যকীয় নয় যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আছে তাকে অবশ্যই জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে যে আমিই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী। যাইহোক তিনি বলেন,- মানুষ আমার সম্মুখে বিভিন্ন

ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে উপস্থাপন করে এবং পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে আমি যেন তাদের সম্মুখে নিজেকে এর সত্যায়নকারী স্বাব্যস্ত করি কিন্তু আমি সর্বদা এটিই বলি যে, ভবিষ্যদ্বাণী তার অর্থকে স্বয়ং প্রকাশ করে থাকে। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে হয় তবে বিশ্ববাসী নিজেই তা দেখে নেবে যে ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে এবং যদি তা আমার সম্পর্কে না হয় যুগের সাক্ষ্য আমার বিপক্ষে যাবে। উভয় অবস্থায় আমার কিছু করার প্রয়োজন নেই। আমার তড়িঘড়ি করার কোন প্রয়োজন নেই খোদাতাআলা স্বয়ং বাস্তবতাকে প্রকাশ করে দেবেন। যেভাবে ঐশীবাণীতে বলা হয়েছিল যে, তিনি বলেন আগমনকারী ইনিই না আমরা অন্যের পথ দেখবো। এটিই ঐশীবাণীর বাক্য ছিল। পৃথিবী এই প্রশ্ন এতবার করেছে, এতবার করেছে যে, তাতে একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ যুগ সম্পর্কেও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে এর সংবাদ বিদ্যমান, উদাহরণস্বরূপ হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে হযরত ইউসুফের ভাইয়েরা বলেন যে, আপনি কি এরূপ কথা ইউসুফ এর বিষয়ে করতে করতে (হযরত ইয়াকুবকে বলা হয়) এমনকি মৃত্যুর নিকটে পৌঁছাবেন বা নিজেকে ধ্বংস করে নেবেন? হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- এই ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কেও হয়। এভাবে এই ঐশীবাণীর অবতরণ হওয়া যে 'ইউসুফের গন্ধ আমি পাচ্ছি' তাঁকে দৈবক্রমে জানানো হয় তিনি এটি একটি পংক্তিতে উল্লেখও করেন, এটিতে এই ইঙ্গিত দেওয়া ছিল যে, খোদাতাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী এই সমস্ত ব্যাপার এক দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে প্রকাশিত হবে কারণ হযরত ইউসুফও নিজের পিতাকে এক দীর্ঘ সময় অবসানের পর সাক্ষাৎলাভ করেন বা সেই ভবিষ্যদ্বাণীটির সত্যায়ন হয়। তিনি বলেন যে,- আমি তো এই বিশ্বাসে দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত আছি যে যদি মৃত্যু অবধিও আমার উপর এটি বিকশিত না হোত যে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার সম্পর্কে তবুও ঘটনাক্রম এটি স্বয়ং প্রকাশ করতো যে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার দ্বারা ও আমার যুগে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে তাই আমিই এটির সত্যায়নকারী কিন্তু আল্লাহতাআলা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী এই বিষয়টিকে প্রকাশ করে দেন এবং আমাকে এ বিষয়ে জ্ঞানদান করেন যে মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি আমারই সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তিনি কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেন যেমন 'সে তিনকে চার করবে'। এভাবে আরও 'দুশম্বা হ্যয় মুবারক দুশাম্বা' অর্থাৎ 'সোমবার, কল্যাণময় সোমবার'। এই দুই বাক্যাংশের কথার তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মনোযোগকে তিনকে চার করবে ভবিষ্যদ্বাণীটির দিকে এভাবে করা হয় যে, সে তিন পুত্রকে চার করবে। কিন্তু বলেন যে,- আমার বিচারবুদ্ধি আল্লাহতআলা এভাবে পরিবর্তন করে দেন যে দৈববাণীতে এটি স্পষ্ট করা হয়নি যে, সে তিন পুত্রকে চার করবে। ঐশীবাণীতে কেবল এটি বলা হয়েছে যে তিনকে চার করবে। সুতরাং আমার নিকট এটি তার জন্ম তারিখ বলা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা হয় ১৮৮৬ সনের প্রথমদিকে এবং তিনি বলেন যে,- আমার জন্ম ১৮৮৯ সনে হয়। সুতরাং তিনকে চারের রূপ দেওয়া সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে তার জন্ম চতুর্থ বর্ষে হবে এবং এভাবেই হয়, আর এই যে বলা হয়, 'সোমবার, শুভ সোমবার', এটির ভিন্ন অর্থও হতে পারে কিন্তু আমার নিকট এটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা হোল যে, সোমবার সপ্তাহের তৃতীয় দিনটিকেও বলা হয় আবার অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জগতে নবী ও তাঁদের খলীফাদের ভিন্ন ভিন্ন কাল বা মেয়াদ হয়ে থাকে, এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে দেখো, প্রথম কাল বা যুগ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ছিল, দ্বিতীয় যুগ বা কাল ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের এবং তিনি বলেন যে তৃতীয় যুগটি হোল আমার। এদিকে আল্লাহতাআলার আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী এই ব্যাখ্যার সমর্থন করছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর উপর আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী হয় আর সেই ইলহামটি হোল এই যে,- 'ফজলে উমর', হযরত উমর (রাঃ)ও রসূল করীম (সাঃ) এর তৃতীয় খলীফা ছিলেন। সুতরাং 'সোমবার, শুভ সোমবার' এর অর্থ হোল এই যে, এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তির যুগের দৃষ্টান্ত আহমদীয়াতের ইতিহাসে এমনই হবে যেমন দুশাম্বার বা সোমবারের হয়। অর্থাৎ এই জামাতে আল্লাহতাআলার পক্ষ হতে ধর্মের সেবার জন্য যে ব্যক্তিকে দন্ডায়মান করা হবে তাতে সে তৃতীয় নম্বরে থাকবে। ফজলে উমরের এশী নামেও এদিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহর বাণীতে يفسره بعضه بعضا এর অনুযায়ী ফজলে উমরের অক্ষরে 'সোমবার, শুভ সোমবার' ব্যাখ্যা করে দেয় কিন্তু বলেন যে,- ইসলামে আরেকটি সংবাদও আছে এবং খোদাতাআলা সোমবার একটি এমন মাধ্যমে আনয়ন করবে যে তিনি বলেন যে,- আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল না এবং কোন মানুষ এটি বলতে পারতো না যে আমি আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এটির সূচনা করেছি অর্থাৎ তাহরীক জদীদের প্রবর্তন, যেমন ১৯৩৪ এ এমন অবস্থায় এটি চালিত করা হয় যে সরকারের এক ক্রিয়াকলাপ যাতে জামাতের বিরুদ্ধে কিছু কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল এবং এহরার ফিরকার কু-প্ররোচণার কারণে এই প্রস্তাবনার (তিনি বলেন) যে, আল্লাহতাআলা আমার হৃদয়ে অনুপ্রেরণা যোগান এবং এই প্রস্তাবের প্রথম ভাগের জন্য আমি দশ বৎসর কাল নির্দিষ্ট করি। প্রতিটি ব্যক্তি যখন ত্যাগ করে তো ত্যাগের পর তার উপর এক ঈদের দিন আসে সুতরাং দেখো যে রমজানের রোজাগুলির শেষে ঈদের দিন এসে থাকে। এইভাবে তিনি বলেন যে,- অদ্ভুত কথা এই যে,- ১৯৪৫ এর বছর যদি এই হিসাবে তহরীক জদীদের প্রেক্ষাপটে যদি দেখা যায় যা প্রথম দিকের দশ বৎসরের প্রস্তাবনা ছিল, আর একাদশতম বৎসরটি হোল ঈদের বৎসর এবং এই বছর সোমবার হতে আরম্ভ হচ্ছে এবং সোমবারটি দুশম্বাকে বলা হয়। তাই আল্লাহতাআলা এই বাক্যগুলিতে এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, এক যুগে ইসলাম খুবই দুর্বল অবস্থার সম্মুখীণ হবে তখন এর প্রচারের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ তবলীগী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করা হবে এবং যখন এর প্রথম যুগ সফলতার সহিত সম্পূর্ণ হবে তখন এটি জামাতের জন্য শুভ মুহূর্ত হবে।

হুযূর বলেন যে,- এরপর এই দীর্ঘ স্বপ্নের পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) মুসলেহ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত পুত্র হওয়ার

ঘোষণা দেন এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- এই স্বপ্নে আমার জিহ্বাতে এই পংক্তিটি চলমান হয়ে যায় انا المسيح الموعود مثيله وخليفته স্বপ্নেও আমাকে এই অনুভব হয় যে, এই বিস্ময়কর বাক্যটি আমার জিহ্বা হতে নিসৃত হয়েছে। তিনি বলেন যে,- পরবর্তীতে কিছু মানুষ যখন এই স্বপ্ন শোনে তারা শুনে বলে যে, মসীহী নফস বা নিরাময়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার উল্লেখ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ র বিজ্ঞাপনে বিদ্যমান। বিজ্ঞাপনে এই মূল শব্দ আছে যে সে পৃথিবীতে আসবে এবং নিজের মসীহ নফস এবং রুহুল হকের দ্বারা অনেককে রোগ হতে নিস্পত্তি দান করবে। রুহুল হক একত্ববাদের প্রাণকে বলা হয় এবং তিনি তবলিগী ইসলামের পৃথিবীতে ভিত্তি স্থাপন করে পৃথিবীর হৃদয়কে বহুশ্বরবাদ হতে মুক্ত করেন। বলেন যে, তৃতীয়বার আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি পলায়ন করছি এটিই নয় যে আমি দ্রুতগতিতে চলছি বরং দৌড়াচ্ছি এবং ভূমি আমার পদতলে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

প্রতিশ্রুত মাওউদের ভবিষ্যদ্বাণীতে এই কথাটি আছে যে, 'সে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে' এভাবে স্বপ্নে দেখি যে, আমি কিছু অজানা দেশের দিকে রওনা হই এবং সেখানে গিয়ে আমি আমার কাজ শেষ করি না, বরং আমি আরও এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিচ্ছি। আমি স্বপ্নে বলছি যে, হে আব্দশুকুর অর্থাৎ খোদার কৃতজ্ঞভাজন বান্দা, এবার আমি এগিয়ে যাব এবং যখন যাত্রা হতে ফিরবো তখন দেখবো যে তুমি তৌহিদ বা একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করে বহুশ্বরবাদকে বিলুপ্ত করেছো কি না এবং ইসলাম ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর শিক্ষাকে হৃদয়ে বদ্ধমূল বা গেঁথে দিয়েছো কি না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর উপর আল্লাহতাআলার যে ঐশীবাণী অবতরণ হয় তাতে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সে ভূপৃষ্ঠের প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করবে অর্থাৎ তবলীগের কাজগুলিকে অগ্রগামীকারী হবে এবং আমরা দেখি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও নিশ্চিতভাবে হযরত মুসলেহ মাওউদের যুগে বড়ই উৎকর্ষতার সহিত সম্পূর্ণ হতে দেখা যায়। এভাবে তাঁর এই দীর্ঘ স্বপ্নতে কমপক্ষে মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বহু বিষয় আছে যা বিভিন্ন প্রকারে তাঁকে দেখানো হয়।

হুযূর বলেন যে,- হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) সম্পর্কে এই যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এর প্রেক্ষাপটে কিছু ঘটনা যা আছে তা কিভাবে এর সহিত সামঞ্জস্য রাখে তার যুগের এবং বর্তমানে যে সমস্ত ঘটনাবলী হচ্ছে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্যায়ন করতে তা কিভাবে হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করবো। তিনি (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে,- একবার আমি হযরত আম্মা জান (রাঃ)এর কক্ষে নামাজের জন্য অপেক্ষারত পদচারণা করছিলাম তখন মসজিদ হতে আমি উচ্চস্বরে একটি আওয়াজ পাই যে এটি বলছিল যে, একটি বালককে সামনে এনে জামাতকে জলাঞ্জলী দেওয়া হচ্ছে। তাই তিনি (রাঃ) বলছেন যে,- বিরুদ্ধবাদিদের এই উক্তি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থন করছিল যে 'সে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে'। তিনি বলেন যে,- খোদা আমাকে এত দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যে, শত্রু হতবাক হয়ে যায় কারণ কয়েক মাস পূর্বে আমাকে শিশু আখ্যাদানকারী কয়েক মাস পরই আমাকে একজন চতুর অভিজ্ঞ বলে আমার নিন্দা করতে থাকে। সম্পূর্ণ পাল্টে যায় তারা। যেমন শৈশবেই আল্লাহতাআলা আমার দ্বারা জামাতে হস্তক্ষেপকারীদের পরাজিত করেন। তিনি বলেন যে, সেই দিন অতিবাহিত হয়েছে আর আজকের দিন এসেছে। দর্শনকারীরা দর্শন করছে যে জামাতের যে সংখ্যা সেই সময় ছিল যখন এর দায়িত্ব আমাকে ন্যস্ত করা হয়, আজ খোদাতাআলার কৃপায় তার চাইতে শত শত গুণে বর্ধিত হয়েছে। যে সমস্ত দেশে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নাম পৌঁছে গিয়েছিল আজ তার কুড়ি গুণ অধিক দেশে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নাম পৌঁছে গিয়েছে। সুতরাং সেই খোদা যিনি বলেছিলেন যে, সে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে আর খোদার ছায়া তার মাথার উপর থাকবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী এমন মহিমা বা উৎকর্ষতার সহিত সম্পূর্ণ হয় যে ঘৃণ্য শত্রুও এটি অস্বীকার করতে পারে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এত গুরুত্ব দান করেছেন যে, যেমনটি আমি প্রথমেই বাণী উপস্থাপন করেছিলাম যে এটি কেবল ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং অতি মহিমান্বিত নিদর্শনস্বরূপ। এই বালকটির জন্ম ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'নয়' বৎসরে হওয়ার ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- নয় বৎসরের সময়কাল পর্যন্ত তো নিজ জীবিত থাকার অবস্থারই কথা মানুষ জ্ঞাত থাকে না আর না এটি জ্ঞাত থাকে যে এই সময়কালে কিরূপ সন্তান হবে আর সে এমনই হবে বা হবে না এটি আনুমানিক কোন কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। আবার শুধুমাত্র পুত্রর জন্মই হওয়া ছিল না বরং ইসলামের সম্মান ও মহিমার কারণ হবে সেই পুত্র, এটিই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। সেটি ভয়ানক যুগ ছিল যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর উপর শত্রুর চতুর্দিক হতে আক্রমণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল তা কেবল এজন্য যে তিনি (আঃ) ঐশীবাণীপ্রাপ্ত হওয়ার দাবী করেছিলেন আর তিনি বলেছিলেন যে,- আমি ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়েছি, মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবী নয় বা মামুর হওয়ারও দাবী ছিল না। সে সময় এক পুত্রের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী সেই সমস্ত উন্নত চরিত্রের গুণের সহিত তিনি বর্ণনা করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- যখন কোনও ব্যক্তির সহযোগীর খ্যাতি বা সুনামের কথা বলা হয় তবে তার অর্থ এটি হয় যে তার মনিব ও প্রভুর সুনাম ও খ্যাতি হবে। সুতরাং খোদাতাআলা যখন ভবিষ্যদ্বাণীতে এটি বললেন যে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে তো তার এই অর্থ ছিল যে, তার মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর নামও পৃথিবীর প্রান্ত অবধি পৌঁছে যাবে। এবার দেখো ভবিষ্যদ্বাণীটি কতটা স্পষ্ট, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগে আফগানিস্তান একমাত্র দেশ ছিল যেখানে কোনও বিশেষত্বের সহিত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বার্তা পৌঁছেছিল অন্যান্য দেশে কেবল ভাসমান খবর ছিল যা পৌঁছেছে এবং যখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কে আল্লাহতাআলা খলীফা বানান তখন খোদাতাআলার কৃপায় তিনি বলেন যে, সুমাত্রা, জাভা, চীন,

মরিসাস, আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহে, মিশর, প্যালেস্টাইন, ইরান, অন্যান্য আরব দেশসমূহে এবং ইউরোপের বহু দেশে আহমদীয়াত প্রসার লাভ করে।

আবার এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহতাআলার পক্ষ হতে আরও একটি সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে সে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে, তিনি বলেন যে,- অতএব আল্লাহতাআলা চান যে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে এক এমন ব্যক্তিকে নিজ বাণীর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা দান করবেন যে রুহুল হক এর কল্যাণ নিজ অন্তরে রেখে থাকে, প্রকাশ্য ও লুক্কায়িত জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, যে শত্রুর সেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ব্যাখ্যা এবং রসূল করীম (সাঃ) এর বর্ণিত ব্যাখ্যা ও কোরআন করীমের উপদেশাবলী অনুযায়ী দূরীভূত করে এবং ইসলামের সুরক্ষার দায়িত্বপালন করেন। তাই খোদাতাআলা নিজ কর্ম সম্পাদন করেছেন এবং আমার ব্যাখ্যাগুলির উপর নিজের সত্যতার মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন যে,- যতক্ষণ খোদাতাআলা আমাকে বলেননি আমি নিরব ছিলাম, আর যখন খোদাতাআলা বলে দিলেন এবং কেবল বলেননি বরং আদেশ দিলেন যে জনগণকেও জানিয়ে দাও তখন আমি অবহিত করছি যে এই ভবিষ্যদ্বাণী সর্বতভাবে আমার উপর প্রযোজ্য। তিনি বলেন যে,- খোদাতাআলা কেবল আমাকে বলেন নি যে সবাইকে জানিয়ে দিই বরং নিজ কৃপা দ্বারা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে দেন যা এই ভবিষ্যদ্বাণীটির সত্যতার জন্য প্রমাণস্বরূপ হবে। যেভাবে আকাশে চন্দ্র চমকালে আল্লাহতাআলা তার চারিদিকে তারকারাজিকে সৃষ্টি করে দেন অনুরূপভাবে এই দিনগুলিতে বহু মানুষকে এমন এমন স্বপ্ন দেখালেন যাতে এই স্বপ্নের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি হয়েছে আবার তিনি কিছু পুণ্যবানদের জামাতকে, নিজের কিছু স্বপ্ন ও ইলহাম এর নিজ সমর্থনে উল্লেখ করে দেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- আল্লাহতাআলা কয়েকবার আমার উপর নিজের অদৃশ্যকে প্রকাশ করে সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণিত করে দেন যে মুসলেহ মাওউদ খোদাতাআলা কর্তৃক পবিত্র আত্মাকে অর্জন করবে। এটি আল্লাহতাআলার নিদর্শনাদি যা তিনি আমার উপর প্রকাশ করেছেন। লোকেরা বলে যে,- এতে এমন কি প্রজ্ঞা বা বিশেষত্ব ছিল যে বন্ধুরা প্রথমেই আমাকে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী স্বাব্যস্ত করছিল এবং আমি ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকারী হওয়ার এখন দাবী করলাম এর কারণ কি? আমি বললাম এতে হিকমত বা বাস্তবতা এটিই যা কোরআন করীম বলে ما كان الله ليضيع ايمانكم যে আল্লাহতাআরা যখন নবীর আগমনের পর মাওউদকে দন্ডায়মান করেন তখন এটি তিনি পছন্দ করেন না যে তার প্রতিষ্ঠিত জামাত নাস্তিকতার শিকার হয়ে যাক এবং তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাক এজন্য আল্লাহতাআলা মুসলেহ মাওউদ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সৃষ্ট জামাত অর্থাৎ সাহাবাদের সময়ে আসা উচিৎ ছিল এই আকৃতি ধারণ করলো যে প্রথমে তাকে জামাতের খলীফা বানিয়ে তার নিকট হতে আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়ে নেন এবং ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণতা লাভের অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যা তার সম্পর্কে বলা হয়েছিল এবং যখন বাস্তবতা জামাতের সম্মুখে দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত হোল তখন তাকেও অর্থ্যাৎ খলীফাতুল মসীহকেও বা আশু মুসলেহ মাওউদকেও এই স্বর্গীয় সংবাদের ভিত্তিতে অবহিত করে দিলেন যাতে আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের উভয়ের সাক্ষ্য একত্রিত হয়ে যায় এবং মোমিনদের জামাত নাস্তিকতা ও অস্বীকারের দাগ হতেও নিরাপদ থাকতে পারে।

আল্লাহতাআলা এই যুগেও সকলের বিশ্বাসকে সুরক্ষিত করুন, প্রতিটি আহমদীর ঈমানকে নিরাপত্তা দান করুন এবং কুফর ও অস্বীকারের দাগ হতে সর্বদা সুরক্ষিত রাখুন। জামাতের সদস্যদের হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) র শিক্ষা ও তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার হতে অধিক হতে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ এবং সেই অভিসন্ধিতে সেগুলি পাঠ করা উচিৎ আল্লাহতাআলা সকলকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

সবশেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মোকাররম সুফী নাজির আহমদ সাহেবের পিতা প্রয়াত ইবনে মোকাররম মিয়াঁ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেবের চারিত্রিক গুণাবলীর এবং সেবার উল্লেখ করেন এবং জুমআর নামাজের পর তাঁর জানাজা গায়েবের ঘোষণা দেন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 19th February, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA